Vol. 4 | No. 1 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা নাসিক্য ধ্বনি ও নাসিক্যীভবন

Volume	4
Issue	1
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	June 15, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i1.5
Pages	305-316
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ-পরিচয়

॥ বাংলা নাসিক্য ধ্বনি ও নাসিক্

Check for updates

মুনীর চৌধুরী

ইংরেজীতে লেখা গ্রন্থটির সম্পূর্ণ নাম A Phonetic and Phonological study of Nasals and Nasalization in Bengali, Based on the Observer's own Pronunciation.

॥ ১ ॥

অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এই বইয়ে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করে বাংলা ভাষার একটি ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিচার করেছেন। বাংলা ভাষার ধ্বনিগত গঠনপ্রকৃতির কোনো এক বিশেষ অংগের এ রকম পরিপূর্ণ ও পুংখানুপুংখ ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনা এ যাবৎ কেউ করেন নি। ভাষাবিজ্ঞানীর বর্ণনা মাত্রই কতগুলো পূর্বগৃহীত তত্ত্বগত ধারণা ও বিচারপ্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভাষার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের পর্যাপ্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য গ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বরঞ্চ বলা প্রয়োজন যে ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণটি মৌলিক এবং সূক্ষ্ম, বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তিনি যে পরিমাণ দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন তার অজস্রতা ও ব্যাপকতা বিস্ময়কর। অবশ্য একথা বলার অর্থ এই নয় যে ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের সকল তত্ত্বচিন্তার আমরা অসন্দিগ্ধ পোষকতা করি বা তাঁর দৃষ্টান্তপুঞ্জের শৃঙ্খলা ও সমারোহকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছি। সে আলোচনা পরে করব। আগে বর্তমান বইয়ের বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তসমূহের একটা ধারাবাহিক পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

॥ ২ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদে (১৭ পৃঃ থেকে ১০৮ পৃঃ) বাংলা স্বরধ্বনির স্বরূপ বিচার। সমগ্র ভাষার সকল শ্রেণীর ধ্বনিসমষ্টির ক'টি ন্যূনতম স্বরধ্বনির বিভিন্নতা বা বৈপরীত্য ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে গ্রাহ্য, এ পরিচ্ছেদের বিচার্য বিষয় ঠিক তা নয়। গ্রন্থকার স্পষ্টতই উপক্রমণিকায় বলেছেন যে ভাষার সমগ্র রূপ পর্যায়ক্রমে একাধিক স্তরে বিভিন্ন নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন। কোনো একটি ব্যাপক নিয়মসূত্রের সাহায্যে তার

সামগ্রিক গঠনপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিরর্থক। অর্থবোধক সকল শ্রেণীর ও আয়তনের ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে বাংলা স্বরধ্বনি একই নিয়মে নিজেদের মোট সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করে না বা পারস্পরিক বৈপরীত্য সূচনায় একই ধ্বনিকর্মের তাৎপর্য বহন করে না। সামগ্রিক পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলায় সাতটি স্বরধ্বনি স্বীকার করে নিতে হলেও বিশেষ কোনো এক পদের সর্বরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়তো লক্ষ্য করি যে পাঁচটি মাত্র স্বরধ্বনির বিভিন্নতা কার্যকরী। ভাষাতত্ত্বের আধুনিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে যে বাংলায় সাধারণ ভাবে স্বরমূলক ফোনিম সাতটি হলেও বিশেষ পদের বিভিন্ন রূপের ক্ষেত্রে পাঁচটি ফোনিমের বেশী প্রতিষ্ঠা করা অহেতুক। বৃটিশ ভাষাবিজ্ঞানী প্রফেসর জে. আর. ফার্থ এই দৃষ্টিভংগীর অন্যতম প্রবর্তক ও প্রচারক। জনাব হাই এই তত্ত্বে ও বিচার প্রণালীতে গভীর ভাবে আস্থাশীল। বাংলা স্বরমূলক ফোনিমের সংখ্যা ও স্বরূপ নিরূপণে তিনিও প্রথমেই তাঁর বিচারাধীন ধ্বনিসমষ্টির সংকীর্ণ এলাকা সমূহের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। যেহেতু তিনি মনে করেন যে বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দের গঠন প্রকৃতি সকল শ্রেণীর বাংলা শব্দপুঞ্জের গঠন প্রকৃতির পরিচয় বহনকারী, সেই জন্যে, তিনি বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দের বিভিন্ন রূপকেই তাঁর বর্ণনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আলোচনার সুবিধার্থে গ্রন্থে উল্লেখিত রোমান হরফীয় কয়েকটি সংকেতচিহ্ন ও কয়েকটি পারিভাষিক ইংরেজী শব্দকে আমরা বাংলায় নীচের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যবহার করব।

- যে কোনো স্বরধ্বনি বোঝাতে স, ব্যঞ্জন বোঝাতে ব, অর্ধস্বর বোঝাতে অ, স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বোঝাতে স্পৃ, ঘৃষ্ট বোঝাতে ঘৃ, কম্পিত ও পার্শ্বিক তরল ধ্বনি বোঝাতে ত, নাসিক্য ব্যঞ্জন বোঝাতে নাস্, আনুনাসিক স্বর বোঝাতে সঁ ব্যবহৃত হবে।
- পদমূলের অন্তর্গত ধ্বনিসংযোগ বোঝাতে যোগচিহ্ন এবং পদান্ত প্রত্যয়াদির পূর্বে বিয়োগচিহ্ন থাকবে।
- স ব অ ইত্যাদির ওপরে বা পরে সংখ্যা নির্দেশ করা থাকলে বুঝতে হবে যে ঐ শ্রেণীর ধ্বনি ঐ বিশেষ গঠন প্রকৃতির শব্দের সংযোগ স্থলে উল্লেখিত সংখ্যায় বিনিময় ধর্মানুযায়ী বিভিন্নতা সূচিত করতে পারে। অর্থাৎ স৫ মানে পাঁচটি স্বরমূলক ফোনিম। ফোনিম বলতে বুঝি ভাষাতত্ত্বের নির্দিষ্ট সর্তানুযায়ী বিভিন্নতা সূচক বিশেষ ভাষার এক এক একটি ধ্বনিধর্মকে—যার ব্যবহারিক

> প্রয়োগ রূপ বা ধ্বনিকর্ম প্রায়শঃ অবস্থানভেদে বহুরূপী। ফোনিমের বাংলা যদি করি ধ্বমিধর্ম তাহলে এলোফোনকে বলতে পারি ধ্বনিকর্ম। বিজ্ঞানমুক্ত সামান্য দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যেতে পারে ধ্বনিধর্মটা মুখ্য ও মৌলিক, ধ্বনিকর্মটা গৌণ ও বিকল্পিক রূপ মাত্র।
>
> সিলেবলকে বলেছি অক্ষর, স্টেমকে পদমূল, ভারবাল স্টেমকে ক্রিয়ামূল। যেখানে স্টেম ও রুটের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন বোধ করেছি সেখানে রুটকে পদানুমূল বলেছি।

সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ধ্বনিসমষ্টির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিচার করে জনাব হাই গঠন-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলায় সর্বমোট আট প্রকার ক্রিয়ামূলের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাদের স্বরূপ যথাক্রমে—

এক অক্ষর বিশিষ্ট ঃ

ব+স+ব যেমন, কাট্।

স+ব যেমন, আন্।

ব+স যেমন, যা।

দুই অক্ষর বিশিষ্ট ঃ

ব+স+ব+স যেমন, কাটা। (প্রযোজক ক্রিয়ামূল)

স+ব+স যেমন, আনা। (ঐ)

ব+স+ব+ব+স যেমন, পাল্টা।

স+ব+ব+স যেমন, আগ্‌লা।

ব+স+অ+স যেমন, যাওয়া। (প্রযোজক ক্রিয়ামূল)

বাংলা ক্রিয়াপদের গঠনপ্রকৃতির এই মৌলিক কাঠামোভেদ নিরূপিত হবার পর তিনি প্রতিটি রূপের যাবতীয় ক্রিয়ামূলের সংগে এক একটি প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করে দেখিয়েছেন যে কোনো ক্ষেত্রেই পাঁচটির বেশী স্বরমূলক ফোনিম গ্রাহ্য করা নিস্প্রয়োজন। এগুলো হোলো ই এ আ উ ও। যেমন ব+স+ব প্রকৃতির ক্রিয়া-মূলের সংগে —আ প্রত্যয় যোগ করে যে অনির্দিষ্ট বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তার কিছু নমুনা হোলো, উচ্চারণ অনুযায়ী, পেটা, খ্যালা, কাটা, ছোটা, পড়া। পাঁচটার বেশী অন্য কোনো স্বরধর্মের ব্যবহার, এই প্রত্যয়যুক্ত এই গঠনের ক্রিয়ামূলের মধ্যে, লক্ষনীয় নয়। আমরা যেভাবে লিখলাম তাতে মনে হতে পারে

যে স্বরধর্মগুলো এ ক্ষেত্রে হোলো এ এ্যা আ ও অ। কিন্তু হাই সাহেব দেখিয়েছেন যে পিটা ও পেটা উভয় উচ্চারণই গ্রাহ্য, ছুটা বা ছোটা দুইই সমান। এরকম হেরফের সামান্য ও স্বভাবিক। ই-এ কিম্বা উ-ও ভেদটা ধ্বনিকর্মগত, ধ্বনিধর্মগত নয়। এখানে গ্রাহ্য ধ্বনিধর্ম ই, বিকল্পিক ধ্বনিকর্ম এ, ধ্বনিধর্ম উ, বিকল্পিক ধ্বনিকর্ম ও। অনুরূপ ভাবে দেখানো হয়েছে যে এ্যা হোলো এ-র কার্মিক রূপ, অ হোলো ও-র। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এখানেও সম্ভাব্য পাঁচটি স্বধর্ম হোলো ই এ আ উ ও। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই পাঁচটি স্বরধর্মের বিকল্পিক কর্মরূপ কত বিচিত্র হতে পারে হাই সাহেব তার এলাকা নির্দেশ করেছেন এই ভাবে ঃ

ধ্বনিধর্ম	ধ্বনিকর্ম
ই	ই এ এ্যা
এ	এ এ্যা
আ	আ
উ	উ ও
ও	ও অ

বাংলা ক্রিয়াপদের বিচিত্র গঠন প্রকৃতির মধ্যে গ্রাহ্য এই পাঁচটি স্বরের সংগে বাংলা ভাষার সামগ্রিক ব্যবহারের অন্তর্গত সাতটি স্বরধর্মের উচ্চারণগত সম্পর্ক কি হাই সাহেব তা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পাঁচটি স্বরের বিচিত্র ব্যবহারকে ডেনিয়েল জোন্‌স্‌ নির্দেশিত মৌল স্বরের অষ্টমাত্রিক নক্‌সার সংগে পাশাপাশি রেখে তুলনা করেছেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্যালেটোগ্রাফ ও কিমোগ্রাফ গ্রহণ করে উচ্চারণকালীন জিহ্বার সক্রিয় অংশের উচ্চতা ও সংযোগস্থল, স্বরধ্বনিজাত কম্পনের দৈর্ঘ্য ও প্রবলতাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মেপেছেন।

যে সকল প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করে তিনি ব+স+ব প্রকৃতির ক্রিয়ামূলকে পরীক্ষা করেছেন সেগুলো হোলো ঃ অর্থাৎ শূন্য বিভক্তি, -আ, -ও, -উক্‌, -উন্‌, -ইস্‌, -ই, -এ, -এন্‌, -ওন্‌। যেমন, পিট্‌, পিটা, পিটো, পিটুক, পিটুন, পিটিস, পিটি, পিটে, পিটেন, পিটোন। দেখা যায় ব+স+ব তে স পাঁচের বেশী নয়। অর্থাৎ ব+স ৫+ব। এই একই প্রত্যয় বিভক্তিপুঞ্জের যোগে নিষ্পন্ন স+ব প্রকৃতির ক্রিয়ামূল বিচার করে দেখা গেছে যে কোনো এক রূপের ক্ষেত্রে স দুই সংখ্যার বেশী বিভিন্নতা সূচিত করে না। ব+স ক্ষেত্রে স চার সংখ্যক।

দুই অক্ষরের ক্রিয়ামূল-বিচার অপেক্ষাকৃত জটিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যয়াদির সংযোগস্থলে যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হয়েছে। অর্ধস্বর ও যৌগিক স্বরের

বিচার বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের দুরূহতম অধ্যায়। সে যাই হোক, এখানে আমাদের প্রার্থিত সিদ্ধান্তসমূহ সে জন্যে বিশেষ বিঘ্নগ্রস্ত হয় নি। এখানেও স পাঁচের অধিক নয়, বরঞ্চ কোনো কোনো প্রত্যয়যুক্ত রূপে দুই বা তিন বা চার।

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (১০৯ পৃঃ থেকে ১৭৯ পৃঃ) ক্রিয়াপদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রূপের মধ্যে নাসিক্য ব্যঞ্জন ও আনুনাসিক স্বরের ব্যবহার-বিচার। নাসিক্য ব্যঞ্জনের স্বরূপ বর্ণনার আগে লেখক ক্রিয়াপদের সর্বপ্রকার রূপভেদে সকল সম্ভাব্য ব্যঞ্জন-ধর্মের প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বিশ্লেষণ করেছেন। কিমোগ্রাফের সাহায্যে অনা-সিক্য ধ্বনির সামান্যতম নাসিক্যজাত স্বরকম্পনকেও পরিমাপ করে নাসিক্যধ্বনির সংগে তার পার্থক্যকে প্রত্যক্ষগোচর করে উপস্থিত করেছেন। যেমন ব+স+ব ক্রিয়াপদের আদ্য ব্যঞ্জনাদি যখন মৌখিক হয় তখন নাসিক্যজাত স্বরকম্পন বিশেষ স্তর পর্যন্ত হয়, অনুপস্থিত নয় ক্ষীণ এবং ক্রমবিলীন। কিন্তু আদ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে কিমোগ্রাফে রেখাংকিত নাসিক্য স্বরকম্পন নির্দিষ্ট স্তরে প্রবল এবং ক্রমা-রোহী। পদান্তিক ব্যঞ্জনের বেলাতেও অনুরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে নাসিক্য ব্যঞ্জনের জাত মৌখিক ব্যঞ্জনের জাত থেকে আলাদা। ব+স+ব গঠনের ব পর্যায়ের ধ্বনিতে নাসিকতা ও মৌখিকতার জাতিভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর গ্রন্থকার স পর্যায়ের ধ্বনিসমূহের আনুনাসিকতা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। নকল তালুর ছাপ পর্যবেক্ষণ বা প্যালেটোগ্রাম পরীক্ষার দ্বারা স এবং সঁ—এর পার্থক্য নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নিরূপণ করেছেন। কিমোগ্রামে গৃহীত স্বরকম্পনের রেখা বিচার করে দেখিয়েছেন যে নাসিক্য ব্যঞ্জনের পূর্ব মধ্য বা পরবর্তী মৌখিক স্বরে নাসিকত্ব থাকলেও অনুরূপ অবস্থানের অনুনাসিক স্বরের নাসিকতা অনেক প্রবলতর। মোটামুটি ভাবে এই পর্যন্ত হোলো মূল বিষয়ের ভূমিকা রচনা করা। এই ১৩২ পৃষ্ঠার পর থেকে বাংলা নাসিক্য ব্যঞ্জন ও অনুনাসিক স্বরের ব্যবহারের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া শৃংখলায়িত সূত্রের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর সিদ্ধান্তগুলোই এই বইয়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ।

হাই সাহেব দেখিয়েছেনঃ

(ক) বাংলা ব+স+ব ক্রিয়াপদের আদ্য ব্যঞ্জন দন্তমূলীয় নাসিক্য হলে পরবর্তী স্বর কখনই ই বা এ হয় না। যেমন নাচ্, নুচ্, নড়্

ইত্যাদি। —এন,—উন,—ওন প্রত্যয়যুক্ত পদেও এই নিয়ম অব্যাহত। বলা বাহুল্য শব্দের আদিতে কণ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জন ং (ঙ্) বাংলাভাষায় অচল। পদের মধ্যে এবং অন্তে তিনটে নাসিক্যই চলে।

(খ) যদি আদ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনটি ওষ্ঠজাত হয় তবে পাঁচটি স্বরধর্মই তার অনুসারী হতে পারে। যেমন, মিশ্, মেল্, মাখ্, মুদ্, মোছ্। —এন,—উন,—ওন প্রত্যয়াদি যোগ করলেও এই নিয়ম বলবৎ থাকে।

(গ) ব+স+ব ক্রিয়াপদের অন্ত্য নাসিক্য ব্যঞ্জন ম ন ং তিনটেই হতে পারে। তবে যখন অন্ত্য নাসিক্য ওষ্ঠজাত হয় তখন পূর্বগামী স্বরধর্ম আ, উ, ও এই তিনটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন থাম্, চুম্, জম্। অন্ত্য নাসিক্য দন্তমূলীয় হলে এই স্বরধর্ম ই, আ, উ, ও এই চারটের যে কোনো একটা হবে। যেমন চিন্, জান্, চুন্, গোন্। অন্ত্য নাসিক্য যদি অনুস্বার হয় তাহলে পূর্ব-বর্তী স্বরধর্ম হবে আ কিংবা উ। যেমন ভাং, শুং।

(ঘ) ব+স+ব পদের স যখন সঁ ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় তখন তা পাঁচরকমেরই হতে পারে। অর্থাৎ ইঁ এঁ আঁ, উঁ, ওঁ সবই এখানে চলে। যেমন বিঁধ্, সেঁক্, ফুঁক্, ঘঁস্।

(ঙ) ব+স গঠনের পদে আদি ব্যঞ্জন নাসিক্য হলে তা কেবল দন্তমূলীয়ই হতে পারে এবং পরবর্তী স্বরধর্ম এ ছাড়া অন্য কিছু হবার যো নেই। যেমনঃ নে।

(চ) স+ব গঠনের পদে দ্বিতীয় ধ্বনি নাসিক্য হলে তা হবে দন্তমূলীয়, প্রথম স্বরধ্বনিটি হবে আ। যেমন আন্।

(ছ) সঁ+ব রূপের পদে স্বরধর্ম আঁ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। যেমন আঁচ্, আঁক্, আঁট্।

পরিচ্ছেদের বাকী পনের পৃষ্ঠায় (১৪৩ পৃঃ থেকে ১৫৯ পৃঃ) একই চূড়ান্ত পুংখানুপুংখতার সংগে সকল রকম দ্বিআক্ষরিক বাংলা ক্রিয়াপদের অন্তর্গত নাসিক্য ব্যঞ্জন ও আনুনাসিক স্বরের বিচিত্র ব্যবহারের অন্তর্নিহিত শৃংখলাকে সূত্রাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

॥ ৪ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদের (১৬০ পৃঃ থেকে ২০৭ পৃঃ) বর্ণনার বিষয় হোলো নামবাচক পদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে নাসিক্য ব্যঞ্জন ও আনুনাসিক স্বরের ব্যবহার। যেহেতু ক্রিয়াবাচক এবং নামবাচক পদসমূহে নাসিক্য ব্যঞ্জনের অযুগ্ম ব্যবহার মোটামুটি ভাবে একই নিয়মে বাঁধা সেজন্যে গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত সূত্রাদির পুনরাবৃত্তি করেন নি। কেবল মাত্র নামবাচক পদের আদিতে মধ্যে ও অন্তে কোন্ নাসিক্য ব্যঞ্জন কি অবস্থায় অপর কোন্ ব্যঞ্জনের সংগে যুগ্মরূপে ব্যবহৃত হয় তার নিয়ম-সূত্রের নির্দেশ দান করেছেন। লক্ষণীয় যে অধিকাংশ দৃষ্টান্ত তৎসম শব্দভাণ্ডার থেকে আহরিত।

কয়েকটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ করা যাক ঃ

(ক) পদের আদিতে ম সংযুক্ত হতে পারে ল এবং র—এর সংগে, ন পারে কেবল র—এর সংগে। উদাহরণ ঃ ম্লান, মৃত্যু নৃত্য।

(খ) পদের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় অংশ নাসিক্য হতে পারে কেবলমাত্র স—এর সংগে। যেমন স্নেহ, স্নান।

(গ) পদের অন্তে নাসিক্য ব্যঞ্জন কেবল মাত্র পৃষ্ঠধ্বনির সংগেই সংযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তাও কেবল মাত্র ম এবং ং, যথাক্রমে ক এবং প—এর আগে। শব্দগুলো সাধারণত কৃত-ঋণ জাতীয়। যেমন ব্যাংক্ক, ল্যাম্প ইত্যাদি।

পদের মধ্যস্থলের সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন চার প্রকারের হতে পারে। দ্বিত্ব, সমোচ্চারক, অসমোচ্চারক এবং যুগ্ম নাসিক্য। দ্বিত্ব অবশ্যই সমোচ্চারক। তবে যুগ্ম বলেছি তাকে যার দুটো ধ্বনিই নাসিক্য কিন্তু সমস্থান থেকে উচ্চারিত নয়।

(ক) কণ্ঠজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ বাংলায় অগ্রাহ্য। ন এবং ম—এর দ্বিত্ব রূপের উদাহরণ ঃ কান্না, সম্মান। বহ্নি এবং ব্রহ্মা শব্দের অতিসাধু উচ্চারণে মহাপ্রাণতাও যুক্ত থাকে বলে হাই সাহেব মত প্রকাশ করেছেন।

(খ) পদমধ্যবর্তী সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনের সমোচ্চারক রূপ তিন বা তার চেয়ে বেশি রকমে লক্ষণীয়। যেমন শংকা, কম্প, কিন্তু, কণ্টক, সঞ্চয় ইত্যাদি।

(গ) অসমোচ্চারক সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন বহুবিধ। প্রথম অংশ নাসিক্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয় অংশ মৌখিক এই পর্যায়ের ব্যবহার নিম্নরূপ ঃ

দ্বিতীয় ধ্বনি স্পৃষ্ট ঃ রাংতা, তানপুরা।
দ্বিতীয় ধ্বনি ঘৃষ্ট ঃ হিংসা, তাম্‌শা।
দ্বিতীয় ধ্বনি মহাপ্রাণ ঃ সিংহ।
দ্বিতীয় ধ্বনি ল ঃ বাংলা, গাম্‌লা।
দ্বিতীয় ধ্বনি র ঃ মুংরু, আম্‌রা।

প্রথম অংশ মৌখিক ব্যঞ্জন ও দ্বিতীয় অংশ নাসিক্য এরকম সংযুক্ত ধ্বনির ব্যবহারিক স্বভাব নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ধ্বনি স্পৃষ্ট ঃ বক্‌না, পাখ্‌না, রুগ্ন, বাগ্মী, বাজ্‌না, আজমীর, পত্নী, কদ্‌মা, স্বপ্ন।
প্রথম ধ্বনি র ঃ বর্ম, ঝর্ণা।
প্রথম ধ্বনি ল ঃ চাল্‌না, গুল্ম।
প্রথম ধ্বনি স জাতীয় ঃ বিষ্ণু, চশ্‌মা।

লক্ষ্য করা যায় যে কণ্ঠজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন ং এই স্থানে অন্য ব্যঞ্জনের সংগে সংযুক্ত রূপে অবস্থান করতে পারে না। এবং এও লক্ষ্য করা যায় যে পদমধ্যে মহাপ্রাণযুক্ত ব্যঞ্জনের অন্তে সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন অনুপস্থিত না হলেও বিরল।

(ঘ) যুগ্ম নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহারও তিন প্রকারের। জোড় বাঁধে ন-এ ম-এ, ম-এ ন-এ এবং কোনো কোনো তৎসম শব্দের বেলায় ং-এ ম-এ। যেমন জন্ম, ওম্‌নি, বাংময়।

নামবাচক পদে আনুনাসিক স্বরের ব্যবহার-বৈচিত্র্য সূত্রাকারে এই ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

(ক) ব+সঁ+ব গঠনের নামবাচক পদে আনুনাসিক স্বর ক্রিয়াবাচক পদের সঁ-র মতোই পঞ্চ প্রকার হতে পারে।

(খ) সঁ+ব গঠনের ক্রিয়াবাচক পদে আনুনাসিক স্বর মাত্র আঁ ব্যবহার্য হলেও নামবাচক পদে পঞ্চ প্রকার আনুনাসিক স্বরই চলে। যেমন ইঁট, এঁর, আঁশ, উঁট, ওঁর।

(গ) ব+সঁ গঠনের বেলায় ক্রিয়াপদে শুধু উঁ ব্যবহার হয় কিন্তু নামবাচক পদে আঁ এবং ওঁ দুইই গ্রাহ্য। যেমন গাঁ, গোঁ।

সাধারণ মন্তব্য হিসেবে লেখক এক যায়গায় উল্লেখ করেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানে আমরা আনুনাসিক স্বর উচ্চারণে বেশ অমনোযোগী। অপর পক্ষে অতিসতর্ক উচ্চারণে অনেকে স্পৃষ্ট বা ঘৃষ্ট ধ্বনির কোনো দ্বিত্ব উচ্চারণের পর স্বর আনুনাসিক করে থাকেন। যেমন, উচ্চারণ অনুযায়ী, যগ্গোঁ, আগ্গেঁ, রোশশিঁ। বাংলায় আনুনাসিক স্বরের আরেকটি বিশিষ্ট এলাকা হোলো ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং জোড় শব্দ। যেমন কিঁকিঁ, ঝিঁঝিঁ, কেঁকেঁ, হেঁহেঁ, ঝাঁঝাঁ, হুঁহুঁ, বোঁবোঁ ইত্যাদি।

॥ ৫ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদে (২০৯ পৃঃ থেকে ২১০পৃঃ) বাংলা ধ্বনিধর্মের সামগ্রিক শৃংখলার মধ্যে তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জন এবং এই গ্রন্থে স্বীকৃত পাঁচটি আনুনাসিক স্বরের স্থান নিরূপণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা নাসিক্য ধ্বনিধর্ম ম ন ং অবস্থানিক রূপভেদে কি কি ধ্বনিকর্মের চেহারা নিতে পারে হাই সাহেব তা খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন, ল্যাবরোটারীতে তার নানারকম মাপজোক নিয়ে ফলাফল সূত্রাকারে পেশ করেছেন।

॥ ৬ ॥

পঞ্চম বা শেষ পরিচ্ছেদে (২২১পৃঃ থেকে ২২৯পৃঃ) দুই পদমধ্যবর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জনের অবস্থানিক রূপান্তরের বর্ণনা। এ বিষয়ে গ্রন্থকার যে মূল্যবান সূত্রটির নির্দেশ দান করেছেন তা হোলো এই যে, পদের আভ্যন্তরীণ সংযুক্ত বা হলন্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনের উচ্চারণ তুলনামূলক ভাবে Tense বা দৃঢ়, কিন্তু দুই পদের মধ্যবর্তী অনুরূপ নাসিক্য ব্যঞ্জন পরবর্তী ব্যঞ্জনের সংগে সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হলেও তা Lax বা শিথিল। যেমন, মন্দা শব্দের ন্ ‘মন দাও’ বাক্যের ন্ থেকে দৃঢ়তর। নাসিক্য ধ্বনির স্বরগত কম্পনরেখা এবং নকল তালুর উচ্চারণকালীন সংযোগস্থল যথাক্রমে কিমোগ্রাম ও প্যালেটোগ্রাম দ্বারা মেপে ও পরীক্ষা করে হাই সাহেব নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ দাখিল করেছেন।

॥ ৭ ॥

হাই সাহেবের গবেষণামূলক এই বইটি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কেন অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে তা বোধ হয় এখন বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সারাংশ বর্ণনার মধ্যেই সে কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নিজস্ব

বীক্ষণাগারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অধীন করে বাংলা ভাষার ধ্বনিগত ব্যবহারকে এত তন্নতন্ন করে ইতিপূর্বে কেউ বিশ্লেষণ করেন নি। যদিও গ্রন্থের আলোচনার বিশেষ বিষয় ছিল নাসিক্য ধ্বনি তবু ভাষাবিজ্ঞানী আবদুল হাই সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের আগ্রহে বাংলা ভাষার সমগ্র ধ্বনি-সম্পদ ও তার যাবতীয় ব্যবহারিক প্রবণতার পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ রীতির প্রয়োগকুশলতায়, বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় এবং শৃংখলাবদ্ধ সিদ্ধান্তের অজস্রতায় এই বই বাংলা ভাষা বিষয়ক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জগতে অসাধারণ গৌরবের দাবীদার।

এই বইয়ের একটি প্রধান আকর্ষণ এর বিভিন্ন বিচার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী এক বিশেষ তত্ত্বদৃষ্টি। এই তত্ত্বগত ভিত্তির মূল বৈশিষ্ট্য কি তা আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। হাই সাহেব এবং তাঁর গুরু প্রফেসর ফার্থের সংগে এই যায়গায় আমরা একমত নই।* ভাষার ধ্বনিগত লক্ষণ সমগ্র ভাষার সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বিচার করে নিরূপিত হয়। ধ্বনিধর্ম ও ধ্বনিকর্ম নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষার অর্থগত তাৎপর্য ও ব্যাকরণগত অবয়ব সংঘটনের দৃষ্টিপাত করা অনভিপ্রেত। এবং একবার ধ্বনিকর্ম ও ধ্বনিধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভাষার বহুবিধ ব্যাকরণগত সংযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মৌলিক পরিবর্তন সাধন আমাদের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য। Morphophonemics অর্থাৎ পদধ্বনি বা রূপধ্বনির তত্ত্বালোচনায় পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধ্বনিধর্মের সংখ্যা বা স্বরূপ বারবার ওলটপালট করা কোনক্রমেই বর্ণনামূলক আলোচনার প্রত্যাশিত সরলতা বিধানে বা সংক্ষিপ্ততা আনয়নে সাহায্য করে না। আর তাই যদি সম্ভব না হয় তবে প্রচলিত ব্যাকরণের বদলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর বর্ণনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমরা উদ্যোগী হব কেন?

গ্রন্থকারের জন্যও এই ভিত্তিমূলক তত্ত্ব যে কোথাও কোথাও গুরুতর গোলযোগের সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণ উদ্ধৃত করা কঠিন নয়। যেমন, বাংলা ভাষার স্বরধর্ম সাতটি : ই, এ, এ্যা, উ, ও, অ, আ। কিন্তু ক্রিয়াবাচক পদের বিশেষ কয়েকটি

* এই ঐকমত্যের অভাবের কারণ ব্যক্তিগত নয়—নিছক দলীয়। লেখকের ভাষা-বিজ্ঞানে হাতে খড়ি হয়েছে মার্কিন মুলুকের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে—লণ্ডনে নয়। সে জন্যে তিনিও ভাষাবিচারে তাঁর মার্কিন গুরুদের অনুসারী; লণ্ডন স্কুল থেকে স্বতন্ত্র তত্ত্বদৃষ্টির প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী। সঃ সাঃ পঃ

প্রত্যয়-যুক্ত রূপে তিনি দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে পদের এই ব্যাকরণগত বিভিন্ন স্তরে পাঁচটি স্বরধর্ম স্বীকার করলেই চলে। উদ্ধৃত তুটি ধ্বনিকে বিকার বা বিকল্পিক বা ক্রিয়াপদের অন্তর্গত কার্মিক রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। পরে সাধ্যমত দৃষ্টান্তপুঞ্জকে এই ব্যাখ্যার বশ রেখেছেন। অথচ ৫৪ পৃষ্ঠায় যেখানে তিনি পিটে এবং পেটে সমার্থক ধরে নিয়ে ই এবং এ-কে এক ধ্বনিধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; তা তাঁর উচ্চারণে গ্রাহ্য হলেও আমাদের অনেকের উচ্চারণ অনুযায়ী সত্য নয়। সাধু ভাষায় প্রথমটার অর্থ 'পিটাইয়া', দ্বিতীয়টির অর্থ 'সে পিটায়'। একই ভাবে ছুটে এবং ছোটে সমার্থক নয়, উ এবং ও একাকার করা অসংগত। পিটে, পেটে, খ্যালে, কাটে, ছুটে, ছোটে, পড়ে এই সাতটি-এ প্রত্যয়বিভক্তি যুক্ত পদ প্রমাণ করে যে এখানেও স্বরধর্ম সাতটি। ৪৮ পৃষ্ঠার উদাহরণও সাতটি স্বরধর্মের সংকেত বহনকারী। কেবল তাই নয়, নামবাচক পদের আলোচনায় গ্রন্থকার স্বতন্ত্রভাবে সর্বমোট স্বরধ্বনির প্রসংগ আর উত্থাপনই করেন নি। সরাসরি ঐ শ্রেণীর পদে পাঁচটি আনুনাসিক স্বরের ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করেছেন। অথচ নামবাচক পদে মৌখিক স্বরের ধ্বনিধর্ম যে সপ্তসংখ্যক, ক্রিয়াবাচক পদের বেলায় তা যতই অস্পষ্ট থাক, এখানে একেবারে জাজ্বল্যমান। এই সত্য অস্বীকার করায় সাতটি অনুনাসিকের পরিবর্তে পাঁচটি ধ্বনিধর্মের ব্যবহারের বর্ণনা অনাবশ্যক রূপে জটিল হয়ে পড়েছে।

বাংলা অর্ধস্বরের সংখ্যা ও স্বরূপ নিরূপণ আরেকটি তুরূহ কর্ম। হাই সাহেব সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা না দিয়ে দ্বি-আক্ষরিক অনেকগুলো ক্রিয়াপদে অর্ধস্বর বোঝাতে কিছু বিভ্রান্তকারী হরফচিহ্ন ব্যবহার করেছেন যার ধ্বনিমূলক তাৎপর্য সকল সময় বোধগম্য নয়। অনেক পদের সাধারণ ধ্বনিধর্মমূলক বানানেও তুএকটা হরফচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে যার স্বরধর্ম কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নি। যেমন, ইংরেজী ই—র উল্টো রূপের সংকেত। *

কোনো কোনো দৃষ্টান্তের যথার্থতা সম্পর্কে আপত্তি উপস্থিত করা সম্ভব। যেমন, ১৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে স-জাতীয় ধ্বনির সংগে কেবল মাত্র দন্ত-মূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনই সংযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু স্মিত শব্দের উচ্চারণে কি সংযুক্ত ম লক্ষ্য করি না? কখনো পদের মূল, কখনো

পদানুমূল, কখনো একেবারে সাধিত পদের সংগে প্রত্যয়াদি যুক্ত থাকায় অনেক দৃষ্টান্তের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে, উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট হয়ে পড়েছে। এই বই সম্পর্কে আর একটি কথা। গ্রন্থটি অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কেবল তাই নয়, বিশেষজ্ঞের নিজস্ব জগতের অস্ত্রশস্ত্রে ভয়াবহ রূপে সুসজ্জিত। হয়ত এমন না হয়ে উপায় ছিল না। তবু মনে হয় গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণ ফল সরাসরি গ্রন্থাকারে পরিবেশিত না হয়ে যদি গবেষক কর্তৃক তা আগে সম্পাদিত হোতো, কিঞ্চিৎ সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকার প্রাপ্ত হোতো, সিদ্ধান্তগুলো পুরোভাগে স্থাপিত হয়ে যন্ত্রে গৃহীত প্রমাণপঞ্জী বর্জিত বা পরিশিষ্টে গ্রথিত থাকত তাহলে এই মূল্যবান বইটির পাঠগম্যতা শতগুণে বেড়ে যেত। হয়ত অধ্যক্ষ মহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের ক্ষেত্রে এরকম পরামর্শ দান অহেতুক। কারণ ভাষাতত্ত্বের ওপর লেখা এটি তাঁর শেষ বই নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম। তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে আরো আলোচনা করেছেন এবং অবিরত করছেন। হয়ত বর্তমান গ্রন্থটি মুখ্যত বিশেষজ্ঞদের জন্যই মুদ্রিত। নানা শ্রেণীর পাঠকের জন্য তিনি নানারকম ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ইতিমধ্যে একাধিক স্থলে করেছেন। নিশ্চয়ই সামনে আরো করবেন। সেরকম অবস্থায় এই বইয়ের দুরূহতা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই।

লেখক-পরিচিতি

॥ মুহম্মদ আবছুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ শিশির কুমার ঘোষ, এম. এ. (পাটনা), পি-এইচ. ডি. (কলিকাতা)
রীডার, ইংরেজী বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ কাজী আবছুল মান্নান, এম. এ. (ঢাকা)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আহমদ শরীফ, এম. এ. (ঢাকা)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

এই সঙ্গে পড়ুন

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ও ১৩৬৫। প্রতি সংখ্যা দু টাকা।

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৬। প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা।

পুথি-পরিচিতি

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি-পরিচয়। সম্পাদক ঃ অধ্যাপক আহমদ শরীফ। সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার এই বইটিতে প্রায় ছশো পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম বিশ টাকা। এক সঙ্গে পাঁচ কপি নিলে শতকরা ৩০% কমিশন দেওয়া হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রচিত। আধুনিক যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। দাম ছ টাকা।

বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে বাংলা ভাষার বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাস। দাম দু টাকা।

আলাউল-বিরচিত 'তোহফা'

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত। দাম দু টাকা।

মুহম্মদ খান-বিরচিত 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ'

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত। দাম আড়াই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার ও নিউ মার্কেট

নলেজ হোম
নিউ মার্কেট

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ষ্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY

OF

NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI

BY

MUHAMMAD ABDUL HAI

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে
বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা যেখানে বিরল
বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার ইতিহাসে
এ বইয়ের প্রকাশ সে ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় পদক্ষেপরূপে
বিবেচিত হবে।

'ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে এ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত,
উদাহরণের প্রাচুর্যের দিক দিয়ে তেমনি সমৃদ্ধ।
ধ্বনিগত, ধ্বনিতত্ত্বগত ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের
ভিন্নতায় এবং প্রয়োজনবোধে ঘনিষ্ঠ সহযোগে
Palatogram ও Kymogram এর ব্যবহারে সমৃদ্ধ।'

"...fresh and full of interest to all students of Linguistics."

—J. R. Firth,
Professor of Philology, University of London.

"...an o[...]nding contribution by an Indo-Pakistan scholar on one o[...] the major languages of the sub-continent..."

—Suniti Kumar Chatterji,
Retired Khaira Professor of Philology,
Calcutta University.

"The [...] of phonetics had its brilliant beginnings in ancien[...], and in recent times its influence has merged with th[...]velopment of western linguistics to the benefit of both [...]ms of scholarship. It is therefore particularly gratifyin[...]hen these current techniques are applied by scholars [...]n the Indo-Pakistan sub-continent to their modern lan[...]ages.

Mr. Hai's book, **Nasals and Nasalization in Bengali,...** is an excellent exemplification of such work."

—W. S. Allen,
Professor of Comparative Philology,
University of Cambridge.

SAHITYA PATRIKA
Journal of the Department of Bengali,
Dacca University.
Rainy Season Number, 1960